কষ্টসাধ্য কাজে জড়িত ব্যক্তির রোজার বিধান-২

(বাংলা-bengali-البنغالية)

ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয় স্থায়ী কমিটি
অনুবাদ: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

1430هـ - 2009م

﴿حكم صوم من يعمل عملا شاقاً﴾

(باللغة البنغالية)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء

ترجمة : ذاكر الله أبو الخير

2009 - 1430

islamhouse.com

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি চাষাবাদ করে এবং রমজান মাসে তার ক্ষেতের ফসল কাটার সময় হয়, এখন রোজা রেখে যদি তার কাজ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য রোজার বিধান রহিত হবে কি-না?

উত্তর : রমজানের রোজা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ, রোকন। সকল মুসলমানের উপর রোজা ফরজ। এ বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

(তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন রোজা রাখে, আর যে তোমাদের মধ্যে অসুস' অথবা সফরে আছে সে অন্য সময় পুরণ করে নেবে।)

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিত রমজানে রোজা রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। কোন প্রকার শরয়ী ওজর ব্যতিত রোজা কোনক্রমেই ত্যাগ কার উচিত নয়। আর প্রশ্নে বর্ণিত কৃষি কাজের বিষয়টি সম্পূর্ণ তার মালিকের নিয়ন্ত্রণে। সে ইচ্ছা করলে ফসল কাটার ক্ষেত্রে এদিক সেদিক করতে পারে। অর্থাৎ অন্য কাউকে দিয়ে কাটাতে পারে অথবা কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে। অথবা রাতেও কাটতে পারে। সুতরাং তার জন্য রোজা না রাখার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এটাকে শরয়ী কোন ওজর বলা ঠিক হবে না। এ কারণে বলা যায়, এ ধরনের ব্যক্তির উপর রোজা রাখা ফরজ। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য কোন উপায় অবশ্যই বের করে দেবেন।

সমাপ্ত